

বাঙালি সাধক বাসুদেব পরমহংসদেব



কুলানন্দচার্য সোমানন্দ নাথ
(অধ্যাপক, কল্যাণদুর্গা মাদ্রাসিনা)
যোগাযোগ : ৮৯ ১০০ ৩৮৯ ৩৯

বাঙালির রক্তে রক্তে মিশে গিয়েছে
কণী কুমারের মহিমাসুন্দরমণি,
আর ভারত পঞ্চাঙ্গকুমার মল্লিকের
সুত আর বীরেন ভট্টের স্ট্রোফাট,
হা অঙ্কত ফোলেনি বক্ষরঙ্গি। বলা
হবে, বাঙালির দুর্গাপুজোয়ি প্রকৃত হয়
না বেড়ি ভাঙে আকাশবাণীর
চিরক্যাসের এই অনুষ্ঠান না
জন্মে। তবে জানেন কি, ১৯৭৮
সালে সুদূর বারাগলিতে বসে
এক বক্ষসম্মান লিখেছিলেন
অ্যালানবল্লভনাথ তাঁর নাম সাধক
বাসুদেব, অনেকে তাঁকে বাউল
বাসুদেব নামেও ডেমন। প্রায় ৪৭
বছর পর আবারও সেই গ্রন্থ
প্রকাশিত হতে চলেছে বাসুদেব কি
সত্যকার এমনক বিশেষ অমূল্য।
অন্যদী ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার,
১৯৬৭-৬৮ অবন মাসে প্রকাশিত
হবে এই গ্রন্থ।

উল্লেখ্য, কে এই বাসুদেব?
১৯৪২ সালে বিহারের অমলপুত্রে
কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে হায়দর
জল্লাখান এবং অমলসিংহের চতুর্থ
সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, যিনি
পরবর্তীকালে সাধক বাসুদেব
পরমহংস নামে পরিচিত। তিনি
একাত্মারে অসংখ্যরূপ গীতিকার,
সঙ্গীতশিল্পী, ডিরিজেট ও ব্রহ্মশিল্পী।
প্রায় ৯৯ গ্রন্থের বেশি গ্রন্থ ও
পাঁচ হাজারের বেশি কবিতা
লিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ শুনে গ্রন্থ
পরিচালনা সৌম্য প্রশংসা করেন। সমগ্র



অলৌকিক শক্তির অধিকারী সাধক বাসুদেব
ছিলেন সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ। বহু ভক্ত তাঁর কাছে
পেয়েছেন শক্তির সন্ধান। বাসুদেব বাবার তপ্ত
হিল ঘরে ঘরে মা বগলার পূজার প্রচলন, সেই
সঙ্গে মাতৃনাম ঘরে-ঘরে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী
ছড়িয়ে দেওয়ার।

কীর্ত্তুতে তিনি বাউল বাসুদেব
নামেই পরিচিত ছিলেন। বেশ
বিশেষত নানান ইমর্সন মেন্ট
(কলকাতা, বর্ধা, খোলা, কলকাতা,
জামপুরা, সিংহসাইজার, তবলা
ইত্যাদি) সুব সহজেই বাজাতে

পারতেন। এমনকি প্রায় তেরিশটি
আঘাত কথা বলতে পারতেন।

এক অজানা আকর্ষণে আর আর
কতি থেকে চলিয়ে চলে যেতেন
ও পরে নিজের কাছে হরা পড়ে
মর যেতেন। আর হিসেবে বাসুদেব

সুখই দেখেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর
বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে
চিরভ্রমে, কতি মেড়ে চলে আসেন
কলকাতার ঢাকুবিঘায়ে। সেখান
থেকে কতি জন কবাকি উদ্ভিনিয়ায়ি
কলেজে। আর কৃতিত্বের সাথে
গোল্ড মেডেল নিয়ে ইন্সকটুনিয়
ইন্ডিনিয়ারি পাস করেন ১৯৫৯
সালে। এর পাশাপাশি, গড়ে
তুলসেন এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।
একপর সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হলে,
সব কিছু ত্যাগ করে চলে যান
হিমালয়ে। এই সময়ই, ১৯৬২
সালের ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০
মিনিটে কটোর সাধনাবত বাসুদেব
বাবা শেখেন জগজ্ঞানদীর নিরা
নির্দেশ। আর ভারতের নির্দেশই নেমে
এতেন সমগ্রসে।

১৯৬৮ সালে শ্রীমতী স্বর্গদার
মহাস্মরণে সমাধিষ্ট অবস্থায় তিন
মহাপুরুষের (ঈদর প্রীতামদেব,
ঠাকুর প্রীতামকৃষ্ণদেব ও
জৈলক্ষ্মদেব) বর্ধা পাশ এবং তাঁদের
যেহে যোগদানে গীতিকার জন।
পরবর্তীকালে নেপালের অম্বেদক
খালনে ডা. রামকৃষ্ণ অম্বেদী বাবার
কথ থেকে তত্ত্ব ও অর্থের বিদ্যা
শেখেন সত্যক বাসুদেব।

এই অসৌন্দর্য শক্তির
অধিকারী সাধক বাসুদেব ছিলেন
সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ। বহু ভক্ত তাঁর
কাজে পেয়েছেন শক্তির সন্ধান।
বাসুদেব বাবার তপ্ত হিল ঘরে ঘরে
মা বগলার পূজার প্রচলন, সেই

সঙ্গে আত্মনাম ধরে-ধরে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়। খ্রীষ্টীয় বাস্তুসংস্থের পরম্পরাসংগে জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘদিনের তিনি করেছিলেন সাক্ষরতার অবস্থায় ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। সেখানে যাকবকলীন তিনি প্রতিদিন উল্লেখ্য করেছেন একটি নাম না জানে নিয়ন্ত্রণ থেকে এক পুস্তক ভূমির সুর থেকে আসতে শুনেছেন। যা উইল সের-অন এক প্রাপ্য এক পরম্পরার অতীতীয় অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্যক জনগণের সাক্ষর জীবন সম্বন্ধে ১৯১১-১৯১২ সালে সেই সুর উইল প্রিয় অটম অর্গানে কুলে ধরে বের করেছেন। এই সুর প্রতিদিন থেকেই কুরায়েণ্ড গভীরতর বাড়িতে মিষ্টি ছাড়াই প্রকাশ করলে তার লোখ ছাড়াই হয়ে যায়, যা মিউজিক যেমনি নামে পরিচিত। বিস্তারিত বহু মেসেই মিউজিক খেয়ালি

টিকিৎসকদের দ্বারা আর সমস্ত। বর্তমানে, তাঁর অসম্পূর্ণতায় সৃষ্টি মিউজিক খেয়ালি যা আর ইচ্ছা, আবেগিকতার অনুপ্রাণ। সেই খেয়ালি শুনে বহু জটিল রোগের পুনঃসংকেতই দূর হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ডাক্তারের মানস সত্তাবধে গায়ার সুর শুনে রক্তবীণায় সেই সুর শুনেছিলেন সাক্ষর বাস্তুসংস্থ। শব্দবীণায় সেই সুরই মিউজিক খেয়ালি নামে পরিচিত হয়।

সাক্ষর খ্রীষ্টীয় বাস্তুসংস্থের পরম্পরাসংগে অনুভূতির দলী (মিউজিক)

● সাধারণত সাক্ষর জীবনের কথা বলতে বলতে একসময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছার কথা, বলে শেষ করা যায় না, তাইতো এর অর্থ।

● ইচ্ছার কথা শুনি একবার ডাকো, তিনি রেজার সাক্ষর কিশোর বলে সাজা মেয়ে, ডাকো যেন ডাকার যতন হয়।

● কল, টাঙ্গা, ঈশ্বরী, প্রবী,

শ্রী, পুর, কল, সম্পত্তি, সবই সাক্ষর ভাষাতে আসে। যা, কল পিছনে ছুটে নেই, এ কুলও যাবে ও কুলও যাবে।

● মিউজিকেরাও তাঁকে শব্দ বলত। তিনি রেজার বন্ধু হবেন। জীবনে আরো সঙ্গ করে যাবে, সেই করে রেজার অশ্রুতন।

● জীবনে যখন আর কিছু করার না থাকে, আর কিছু চাওয়ার না থাকে, আর সেয়ে কল সেই, আর সাক্ষর রেজার সেই, তখন কলি যা-যা করে, রেজার শুকনো, পরে সেই-কল ভগবান মৈবেদ। প্রকাশ করেন না, কুলে ?

● মহামায়ার কল কিসের করতে যেও না, তাহলে কলসের সোম কলার মতন হয়ে যাবে, কিছুই থাকে না। তাহলেই মহামায়ার কিসের কুলে থাকে, অনেক ছাড়া।

● সকল পথে একবার গেলে আর সাক্ষর জীবনের করে যেও না।

● সেই কল মন্দির, আর সেই মন্দিরের সাক্ষরসংগে হয়েছেন কল হয়েছেন। আর তাহলে হয়েছেন না পারিনি সেই ও করে হয়েছেন না পারিনি সেই, মন্দিরে যা মন্দিরকে মা পারিনি সেই, তাহলেই প্রতিদিনে মা জলদিশক্তি ও তাহলেই লিখতে হয়েছেন না প্রতিদিনে সেই। তবে আর কোন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে চাই যে, সেয়ে অসম্পূর্ণতায় সেই সেইয়ে রেজার পুস্তক অল্প লাগে। তাহলেই প্রকাশ করেন। কুলিই রেজার ভগবান হে।

● রেজার আকুলতা যত বাড়বে, ভগবানও ততই নড়ে চড়ে যাবে। রেজার ভাব, ভক্তি, ছাড়াইয়াই তার উৎস যত বাড়বে ভগবান ততই ছুটি আসবে। আরো কোলে নেও, চরণে স্থান লাগে, বলে যত শিশু হতে পারবে, ভগবান ততই কুলে করে যাবেন। □

কলমর্তি পদ্ধতি এবং সনাতন পদ্ধতি, উদ্ভাবনা, বাস্তব এবং সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষত্ব